|  |
| --- |
| **শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

দারিদ্র্য বিমোচনের মূল চালিকা শক্তি হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সে কারণে জনবহুল বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর নতুন দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনায় নতুন শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং অদক্ষ শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং শান্তিপূর্ণ শ্রমসম্পর্ক বজায় রাখার নিমিত্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত শ্রমিকের উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং উচ্চ আয়ের শোভন কর্মসংস্থান সৃজনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৫, ২৮, ৩৮ ও ৪০ অনুচ্ছেদের আলোকে এবং আইএলও (ILO) কনভেনশন অনুসরণে শ্রমনীতি ও শ্রমিক কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এবং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন, নারী কর্মীসহ সকলের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ এ গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শ্রমগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন-২০১৮-এর অধীনে প্রণীত শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এ নারী শ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে এবং যথাযথ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি যুক্তিসংগত আচরণের বিধান রাখা হয়েছে। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | 123 | 91 | 32 | 26.0 |
| শ্রম অধিদপ্তর | 491 | 387 | 104 | 21.2 |
| কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর | 632 | 511 | 121 | 19.2 |
| শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল | 136 | 124 | 12 | 8.9 |
| নিম্নতম মজুরী বোর্ড | 11 | 10 | 1 | 9.1 |
| **মোট :** | **1,393** | **1,123** | **270** | **19.4** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **কর্মসূচি** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন শীর্ষক প্রকল্প’ | ১,০০,০০০ | ৪২,২১৭ | ৫৭,৭৮৩ | 57.8 |
| **কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্প** | | | | |
| ‘Gender Equality and Women’s Empowerment at Work Place’ শীর্ষক প্রকল্প | 3,130 | 560 | 2,570 | 82.1 |
| ‘পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্প | 1,970 | 1,800 | 170 | 8.6 |
| ‘নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার ঝুঁকি নিরূপণ’ শীর্ষক প্রকল্প | 800 | 770 | 30 | 3.8 |
| ‘ILO-RMG Phase-II’ শীর্ষক প্রকল্প | ১৩০ | 90 | 40 | 30.8 |
| **শ্রম অধিদপ্তরের কার্যক্রম** |  |  |  |  |
| শ্রমিকদের বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং পরিবার পরিকল্পনার পরামর্শ ও সেবা প্রদান | 1,38,959 | 58,487 | 80,472 | 57.9 |
| শ্রমিকদের জন্য চিত্ত বিনোদন সেবা প্রদান | 1,02,725 | 71,728 | 30,997 | 30.2 |
| শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক ও শ্রম প্রশাসন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান | 3,010 | 2,087 | 923 | 30.7 |
| **মোট :** | **3,50,724** | **1,77,739** | **1,72,985** | **49.3** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র: আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| শ্রমিকদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ | কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের জন্য ৫,৬৬৮টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬,৪৯৬টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও নিয়মিত পরিদর্শন, উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও সহযোগিতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২,৬৬৪ জন নারী শ্রমিককে ৪৭,১০,৬৬,১৪৫/- টাকা মাতৃত্ব  কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।  নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছাকাছি তাদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ-এ ৬০৮ জন শ্রমিকের এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম-এ ৯১০ জন শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে ২টি শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেলের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।  রাজশাহীর তেরখাদায় নির্মিতব্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ৬ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। |
| **শিশুশ্রম নিরসন** | ‘বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি পর্যায়ে ৯০,০০০ শিশুশ্রমিককে ১৮ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রণোদনাস্বরূপ প্রতিমাসে ১৬০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক**  **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা | সংখ্যা | ১৬৬০ | ১৫০০ | ১৬৬৩ |
| 2. | শিশুশ্রম নিরসনকৃত শিল্প সেক্টর | % | - | ৬ | - |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক নির্ধারিত শ্রমমান অনুযায়ী কলকারখানার নিরাপদ ও মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ করা হয়। মোট শিল্প সেক্টর ৪৫টি। ইতোমধ্যে ৮টি শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে গার্মেন্টস শিল্পসহ ৪৩টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ করেছে। গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫,৩০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,০০০/- টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে যাতায়াত, চিকিৎসা, খাদ্য ও ডে-কেয়ার সেন্টারসহ মাতৃত্বকালীন ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) অনুসারে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন (ন্যূনতম ১০%) সংরক্ষণের জন্য শ্রম আইনে বিধান রয়েছে, যা শ্রম অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫’ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহকর্মীদের কল্যাণ, মজুরি নির্ধারণ, অধিকার এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* নারী শ্রমিকদের যথাযথ পুষ্টির ঘাটতি;
* সকল শিল্প সেক্টরে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অনুকূল কর্মপরিবেশের অভাব;
* নারী শ্রমিক/কর্মকর্তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকল শিল্প কারখানায় আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা না থাকা;
* শিল্প কারখানায় নারী শ্রমিক/কর্মকর্তা বিশেষ করে ল্যাকটেটিং মা’দের জন্য ‘ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার’ এবং তাদের বাচ্চাদের জন্য ‘ডে-কেয়ার সেন্টার’ ব্যবস্থা না থাকা; এবং
* নারী শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের সঠিক পরিচর্যার অপ্রতুলতা।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারীদের কারিগরি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৃত্তি প্রদান;
* নারী অধিকার রক্ষায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করা;
* অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;
* নারী শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা করা;
* নারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি ও বাজারমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* নারী শ্রমিক/কর্মকর্তাদের জন্য শিল্প কারখানায় আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা; এবং
* শিল্প কারখানায় ‘ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার’ এবং ‘ডে-কেয়ার সেন্টার’-এর ব্যবস্থা করা।